বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

'কৃষিইসমৃদ্ধি'

কৃষি ভবন

৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

(সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ)

Website: www.badc.gov.bd

স্মারক নং : ১২.২৪২.০৩৫.০৫.০০.১৩২.২৫৪.২০১৫- ১৩৭৪

তারিখ : ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮

বরাবর,
যুগ্মপরিচালক(সার)

বিএডিসি, ঢাকা/ টাঙ্গাইল/ জামালপুর/ ময়মনসিংহ/ কিশোরগঞ্জ/ সিলেট/ চট্টগ্রাম/ রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান/ কুমিল্লা/ নোয়াখালী/ ফরিদপুর/ রাজশাহী/ সিরাজগঞ্জ/ বগুড়া/ রংপুর/ দিনাজপুর/ খুলনা/ যশোর/ কুষ্টিয়া/ বরিশাল।

বিষয়ঃ ডিএপি সারের লিফলেট ও স্টিকার বিতরণ প্রসঙ্গে।

বিএডিসি কর্তৃক বিদেশ হতে আমদানীকৃত ডিএপি সার ব্যবহার বিষয়ে কৃষক পর্যায়ে বহুল প্রচারণার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে কিছু সংখ্যক লিফলেট ও স্টিকার ছাপানো হয়েছে। লিফলেট ও স্টিকার সমূহ নিম্নোক্ত হারে বিতরণের জন্য অনুরোধ করা হলোঃ-

১। আপনার অঞ্চলের কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা এবং আপনার আওতাধীন বিএডিসি'র নিবন্ধিত সার ডিলারগণের দোকান/বিক্রয়কেন্দ্রে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহন।

২। ডিএপি সারের স্টিকার আপনার আওতাধীন সকল দপ্তর, বিক্রয়কেন্দ্র, গুদাম এবং কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তার দপ্তরসহ জনবহুল ও দৃশ্যমান এলাকায় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে লাগানোর ব্যবস্থাকরণ।

লিফলেট ও স্টিকারের সফটকপি মেইলে প্রেরণ করা হলো। প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে ছাপিয়ে বিতরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

নিম্নের ছকে আপনার অঞ্চলের জন্য বরাদ্দকৃত লিফলেট ও স্টিকারের সংখ্যা দেয়া হলো, যা অতিসত্ত্বর কুরিয়ার ডাকযোগে পৌঁছে যাবে।

ক্রঃ নং	অঞ্চল/ দপ্তরের নাম	লিফলেটের সংখ্যা	স্টিকারের সংখ্যা	ক্রঃ নং	অঞ্চল/ দপ্তরের নাম	লিফলেটের সংখ্যা	স্টিকারের সংখ্যা	মন্তব্য
১।	সদর দপ্তর	১১৫০	২৯০০	১২।	কুমিল্লা	৫০০	২০০	
২।	ঢাকা	৫০০	২০০	১৩।	নোয়াখালী	২০০	১০০	
৩।	টাংগাইল	২৫০	২০০	১৪।	রাজশাহী	৫০০	২০০	
৪।	জামালপুর	৫০০	২০০	১৫।	পাবনা	৫০০	২০০	
৫।	ময়মনসিংহ	৫০০	২০০	১৬।	বগুড়া	৫০০	২০০	
৬।	কিশোরগঞ্জ	২৫০	২০০	১৭।	রংপুর	৫০০	২০০	
৭।	ফরিদপুর	২৫০	২০০	১৮।	দিনাজপুর	৫০০	২০০	
৮।	সিলেট	৫০০	২০০	১৯।	খুলনা	৫০০	২০০	
৯।	চট্টগ্রাম	৩০০	১০০	২০।	যশোর	৫০০	২০০	
১০।	রাংগামাটি	১০০	৫০	২১।	কুষ্টিয়া	২০০	১০০	
১১।	বান্দরবান	১০০	৫০	২২।	বরিশাল	২০০	১০০	
	উপমোট	৪৪০০	৪৫০০		উপমোট	৪৬০০	১৯০০	
					মোট	৯০০০	৬৪০০	

(আশুতোষ সাহিত্য)
মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা)
বিএডিসি, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৯৫৫ ৪০১৬
ই-মেইলঃgm.fert.badc@gmail.com

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ-

১। চেয়ারম্যানমহোদয়ের একান্তসচিব, বিএডিসি,ঢাকা।
২। সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা/বীজ ও উদ্যান) মহোদয়ের সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা।
৩। পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪। উপ পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ----------------- জেলা (সকল)।
৫। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, বিএডিসি, ঢাকা।

বিএডিসি'র সার গুণে ও মানে সর্বোৎকৃষ্ট

কৃষিই সমৃদ্ধি

ডিএপি সার ব্যবহার করুন অধিক ফসল ঘরে তুলুন

- ডিএপি সার (ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট) ফসলের জন্য একটি উন্নত মানের ফসফেট ও নাইট্রোজেন মিশ্রিত সার।
- ডিএপি সারে টিএসপি ও ইউরিয়া এ দুটি সারেরই গুনাগুণ থাকে। ডিএপি সার ব্যবহার করে টিএসপি ও ইউরিয়া সারের ব্যবহার কমানো যায়; ফলে কৃষকের আর্থিক সাশ্রয় হয়।
- টিএসপি সারে যে পরিমাণ ফসফেট থাকে (৪৬%) ডিএপি সারেও একই পরিমাণ ফসফেট থাকে এবং একই সঙ্গে অতিরিক্ত ১৮% নাইট্রোজেন আছে।
- ১০০ কেজি ডিএপি সার ব্যবহারে ১০০ কেজি টিএসপি ও ৪০ কেজি ইউরিয়া সারের সমান ফল পাওয়া যায়।
- যে কোন ফসল বপন বা রোপনের আগে জমিতে ডিএপি সার ব্যবহার করলে সর্বাধিক সুফল পাওয়া যায়।
- ডিএপি সার সহজেই জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করা যায়। জমিতে পটাশ, সালফার, বোরন এসব সারের প্রয়োজন থাকলে এগুলোর সাথে ডিএপি সার মিশিয়ে ব্যবহার করা যাবে।
- ডিএপি সার খুব তাড়াতাড়ি পানিতে গলে যায়। ফলে দ্রুত বর্ধনশীল ও স্বল্প মেয়াদের ফসল যেমন- আলু, শাক-সবজি, গম, সরিষা ইত্যাদি আবাদে খুবই উপযোগী।
- ইউরিয়া সার থেকে কিছু নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়া গ্যাস আকারে বাতাসে উড়ে যায়। তবে ডিএপি সারে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস মিশানো অবস্থায় থাকে বলে অপচয় কম হয়।
- আলু আবাদে টিএসপি সারের বদলে ডিএপি সার ব্যবহার করলে ১৫-২০ ভাগ ইউরিয়া কম লাগে। এতে আলুর ফলন বেশি হয় এবং উৎপাদন খরচ কমে যায়।
- ডিএপি সারে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন রয়েছে তার চেয়ে বেশি নাইট্রোজেন দরকার হলে পরিমাণ মতো ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।
- ডিএপি সার পরিমাণ মতো ব্যবহারে মাটির কোন ক্ষতি হয় না; কিন্তু অধিক ফলন পাওয়া যায়।
- ডিএপি সার ব্যবহারে ফসলের রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ তুলনামূলক কম হয়।

সার ব্যবহার সংক্রান্ত যে কোন পরামর্শ নিতে বিএডিসি এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের স্থানীয় কর্মকর্তাদের সহযোগিতা নিন।

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
কৃষি মন্ত্রণালয়

বিএডিসি'র সার গুণে ও মানে সর্বোৎকৃষ্ট

কৃষিই সমৃদ্ধি

ডিএপি সার ব্যবহার করুন অধিক ফসল ঘরে তুলুন

- ডিএপি সারে টিএসপি ও ইউরিয়া এ দুটি সারেরই গুনাগুণ থাকে। ডিএপি সার ব্যবহার করে টিএসপি ও ইউরিয়া সারের ব্যবহার কমানো যায়; ফলে কৃষকের আর্থিক সাশ্রয় হয়।
- টিএসপি সারে যে পরিমাণ ফসফেট থাকে (৪৬%) ডিএপি সারেও একই পরিমাণ ফসফেট থাকে এবং একই সঙ্গে অতিরিক্ত ১৮% নাইট্রোজেন আছে।
- ১০০ কেজি ডিএপি সার ব্যবহারে ১০০ কেজি টিএসপি ও ৪০ কেজি ইউরিয়া সারের সমান ফল পাওয়া যায়।
- যে কোন ফসল বপন বা রোপনের আগে জমিতে ডিএপি সার ব্যবহার করলে সর্বাধিক সুফল পাওয়া যায়।
- আলু আবাদে টিএসপি সারের বদলে ডিএপি সার ব্যবহার করলে ১৫-২০ ভাগ ইউরিয়া কম লাগে। এতে আলুর ফলন বেশি হয় এবং উৎপাদন খরচ কমে যায়।
- ডিএপি সারে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন রয়েছে তার চেয়ে বেশি নাইট্রোজেন দরকার হলে পরিমাণ মতো ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।

সার ব্যবহার সংক্রান্ত যে কোন পরামর্শ নিতে বিএডিসি এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের স্থানীয় কর্মকর্তাদের সহযোগিতা নিন।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি মন্ত্রণালয়